ধা রা বা হি ক

রামকৃষ্ণায়ণ

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের ইতিবৃত্ত

স্বামী চেতনানন্দ

১৮৯৮ সালের সেই স্মরণীয় দিনের একটুকরো স্মৃতি লাটু মহারাজের অনবদ্য ভাষায় :

''উৎসবের দিন (সাধারণ উৎসবের দিন) তো সবাই গেলো, বিবেকানন্দ ভাই নিজে সেদিন পূজায় বসলো, কাঁধে কোরে কৌটাটি নিয়ে এলো। পূজার শেষে সবাইকে উদ্দেশ কোরে বলেছিলো—'আজ থেকে এই মঠে তাঁকে এনে বসালাম। তিনিই আমাদের চালাবেন। দেখিস ভাই! তাঁর চালনায় তোরা যেন সবাই চলতে পারিস। তিনি চান পবিত্রতা, সরলতা আর উদারতা। তোরা এ তিনটে জিনিসের অমর্যাদা করিসনি। এখানে সকল মতের, সকল ভাবের মিল রাখতে হবে, কাউকে ছোট, কাউকে বড় করা হবে না।''[৭৯]

৯ ডিসেম্বর ১৮৯৮ স্বামীজী ঠাকুরের অস্থি বেলুড় মঠের দোতলায় নূতন ঠাকুরঘরে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের কোনও যোগ নেই। কিন্তু স্বামীজীর জীবনীকাররা এটি বিশদভাবে লিখেছেন এবং এই দিনে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন বলে কোনও উল্লেখ নেই। অনুমান করা যায় যে ওইদিনও স্বামীজী নীলাম্বরবাবুর বাড়ি থেকে ঠাকুরের অস্থি কাঁধে করে বেলুড় মঠের পুরনো ঠাকুরঘরের বেদিতে স্থাপন করেন। তারপর ওই অস্থি (আত্মারামের কৌটো) বেলুড় মঠ থেকে কোথাও স্থানান্তরিত হয়নি। স্বামী প্রভানন্দ 'রামকৃষ্ণ মঠের আদিকথা' গ্রন্থে লিখেছেন,

''৯ ডিসেম্বর ১৮৯৮, শুক্রবার, ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩০৫। স্বামীজী আগের দিন কলকাতা থেকে মঠে এসে রাত্রিবাস করেছিলেন। ব্রহ্মচারী হরিপদ (পরে স্বামী বোধানন্দ) কলকাতায় গিয়ে ঠাকুরপূজার জন্য কিছু জিনিসপত্র কিনে আনেন। আলোচ্য দিনের সকালবেলায় কলকাতা থেকে স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী সদানন্দ ও স্বামী বিরজানন্দ এসেছিলেন। সেদিনকার অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে উল্লেখ্য ব্যক্তি ছিলেন প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রী ও শ্রীমতী মিল, শ্রীমতী বুল, শ্রীমতী ম্যাকলাউড ও ভগিনী নিবেদিতা। বিকালবেলা স্বামীজী ও কলকাতা থেকে আগত তিনজন সন্ন্যাসী কলকাতায় ফিরে যান। সেদিনকার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে মঠডায়েরীতে শুধুমাত্র লেখা রয়েছে : 'Thakur was taken to the

---

অধ্যক্ষ, বেদান্ত সোসাইটি অফ সেন্ট লুইস

new Math and the new Math was consecrated.' প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি বিচার করে অনুমান করা যায় যে, ঠাকুরঘর, ধ্যানঘর, রান্নাঘর ইত্যাদির জন্য দোতলা বাড়িটির নির্মাণকাজ প্রায় সমাপ্ত হয়েছিল। ঐদিনটিতে 'আত্মারামের কৌটা' ('শ্রীজী') নতুন ঠাকুরবাড়িতে এনে শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজা ও হোম করা হয়েছিল। এ বাড়িতেই রান্না করে শ্রীশ্রীঠাকুরকে অন্নভোগ দেওয়া হয়েছিল। ঠাকুরবাড়িতে পূজা ও হোমের মধ্য দিয়ে নতুন মঠের প্রতিষ্ঠাকার্য সুসম্পন্ন হয়েছিল। মঠের ইতিহাসে এই দিনটি গুরুত্বপূর্ণ।"[৮০]

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব—১৮৯৯

নবনির্মিত বেলুড় মঠের ঠাকুরঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের এই প্রথম জন্মতিথি পালিত হয় ১৩ মার্চ ১৮৯৯ এবং সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে ১৯ মার্চ রবিবার। উদ্বোধনের প্রথম বর্ষ ৫ম সংখ্যায় এই আমন্ত্রণের সংবাদ প্রকাশিত হয়।

''আগামী ৬ই চৈত্র রবিবার, ইং ১৯শে মার্চ্চ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মমহোৎসব বেলুড়ের মঠে (হাবড়া জেলা) হইবে। উক্ত মঠ গঙ্গার তীরেই—ঠিক বরাহনগর বাজারের আড়-পার। মঠস্থ সাধুগণ জনসাধারণকে আমন্ত্রণ করিতেছেন; যাবতীয় ভক্ত ও ভদ্রমণ্ডলীর শুভাগমন ও মহোৎসবে যোগদান প্রার্থনীয়। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য প্রতি বৎসর কলিকাতা হইতে জাহাজ অনবরত মহোৎসব-স্থলে যাতায়াত করিয়া থাকে। অনেকানেক স্থান হইতে ভাল ভাল অবৈতনিক সঙ্কীর্ত্তন-সম্প্রদায় আসিয়া আনন্দ-বর্দ্ধন করিবেন। মহোৎসবে স্বামী বিবেকানন্দ উপস্থিত থাকিবেন। মিস্ মার্গারেট নোব্‌ল (সিস্টার নিবেদিতা) সে দিবস মহোৎসব স্থলে বক্তৃতা দিবেন।"

উদ্বোধনের প্রথম বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় তিথিপূজার ও সাধারণ উৎসবের সংবাদ প্রকাশিত হয় :

''গত ৩০শে ফাল্গুন বেলুড়ের গঙ্গাতীরস্থ মঠে রামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে অহোরাত্রব্যাপী পূজাহোমাদি হইয়াছিল। এই তিথি উপলক্ষে হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যাবতীয় দেবদেবী, অবতারাদি ও অন্যান্য ধর্মাচার্যগণেরও পূজা হইয়া থাকে। পরমহংসদেবের শিক্ষা—সকল ধর্মই সত্য। তদীয় ভক্তগণ তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষে এইরূপ বিরাট পূজা দ্বারা তাঁহার মহান্ সার্ব্বজনীন ভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণে উপলব্ধির চেষ্টা করিয়া থাকেন।"

''গত ৬ই চৈত্র বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণজন্মোৎসব কার্য্য অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল—ভদ্রলোকই অধিকাংশ। বিভিন্ন সম্প্রদায় একত্র সমবেত হইয়াছিলেন। কালীকীর্ত্তন, হরিসঙ্কীর্ত্তনাদি হয়। উৎসবস্থলে স্বামী বিবেকানন্দ উপস্থিত ছিলেন।

''অভয়ানন্দ স্বামী ও বসুমতী সম্পাদক বাবু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সময়োপযোগী বক্তৃতা প্রদান করেন।"

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব—১৯০০

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালিত হয় ৩ মার্চ ১৯০০ এবং সাধারণ উৎসব ১১ মার্চ। এ-বছর স্বামীজী ছিলেন পাশ্চাত্যে, সেহেতু জন্মোৎসবে যোগদান করতে পারেননি।

স্বামী চন্দ্রকান্তানন্দ বেলুড় মঠের ডায়রি থেকে এই মূল্যবান সংবাদ পরিবেশন করেছেন :

''মঠ-ডায়রি সূত্রে জানতে পারা যায়, ওই বছর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে সকাল থেকে আরম্ভ করে পরদিন ভোর চারটে অবধি পূজাকৃত্য সম্পন্ন হয়। 'পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মতে সমস্ত অবতার ও দশমহাবিদ্যার পূজান্তে হোম করা হয়। হোমের সময় প্রায় সকল সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন। সমবেত প্রায় ২০০ দর্শক ও ভক্তদের বিশেষ প্রসাদের

ব্যবস্থা হয়। এছাড়াও খিচুড়ি, লুচি ও মিষ্টি দিয়ে প্রায় ৪০ জন দরিদ্র মানুষকে খাওয়ানো হয়। উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে উপেন্দ্রনারায়ণ দেব, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, শান্তিরাম ঘোষ, শরৎচন্দ্র সরকার, শৈলেশ বসু, বৈদ্যনাথ প্রামাণিক, কোন্নগরের বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়-সহ অনেকেই ছিলেন।

''পরের রবিবার সাধারণ উৎসবের দিন পর্যন্ত মঠে প্রতিদিন প্রায় ১০০ জন ভক্ত ও দর্শক উপস্থিত হচ্ছিল। মঠ-ডায়রি সূত্রে আরো জানা যায় যে, সাধারণ উৎসবের দিন (১১ মার্চ) প্রায় ২৫ হাজার ভক্ত ও দর্শনার্থী উৎসব দেখতে আসেন আর প্রায় ৩০০টির [উদ্বোধনের ২ বর্ষের ৫ সংখ্যার মতে প্রায় দেড়শত সংকীর্তন সম্প্রদায়] মতো সঙ্কীর্তন সম্প্রদায় কীর্তন ও গানে মঠপ্রাঙ্গণকে মুখরিত করে রাখে। মঠে এই সঙ্কীর্তন সম্প্রদায়ের আপ্যায়নের সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। ('The Bengalee' পত্রিকার মতে, কলকাতা, খিদিরপুর, শিবপুর, সালকিয়া, চেতলা, বরানগর ও অন্যান্য জায়গা থেকে কীর্তনসম্প্রদায় এসেছিল। বহু সাধুও আপ্যায়িত হয়েছিলেন।) সঙ্কীর্তন সম্প্রদায়গুলির সঙ্গে লাল পতাকা ও সম্মুখে বড় ফেস্টুনে 'জয় রামকৃষ্ণ' লেখা ছিল। সকাল আটটা থেকে রাত আটটা অবধি অখণ্ড সঙ্কীর্তন হয়। কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চল থেকে বহু বিশিষ্ট মানুষ উৎসব দেখতে আসেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়। দর্শকদের লুচি, হালুয়া, খিচুড়ি ও শরবৎ দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়। প্রায় ২০০০ দরিদ্রকে ভরপেট খাওয়ানো হয়। উৎসব-প্রাঙ্গণে চারটি হোগলার ছাউনি ছাড়াও ফুলবাগানের মধ্যখানে এক বিশাল মণ্ডপে সিংহাসনের ওপর শ্রীরামকৃষ্ণের এক বিরাটাকার প্রতিকৃতি ফুল-মালা দিয়ে সাজানো হয়েছিল। এই প্রতিকৃতির সামনেই সঙ্কীর্তন সম্প্রদায়গুলি অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা-সহ কীর্তন করছিল। সকাল থেকেই আহিরীটোলা ঘাট থেকে বেলুড় মঠ অবধি যাতায়াতের জন্য বিশেষ স্টিমারের ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়াও প্রায় ৫০০টি নৌকা করে কলকাতা, হাওড়া, রামকৃষ্ণপুর, শিবপুর, কোন্নগর, আড়িয়াদহ, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে প্রচুর দর্শনার্থী আসে। গঙ্গার বুকে দূর থেকে সারি সারি সেই নৌকার শোভা অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল। স্টিমার আর ভাড়া নৌকা ছাড়াও অনেকে ঘোড়ার গাড়ি এবং সাইকেলে চেপেও মঠে এসেছিল। জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং 'বসুমতী'-সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দেন। উৎসবে উৎসাহ আর উদ্দীপনার যে-ভাব দেখা গিয়েছিল, তা অতি কঠোর হৃদয়েও রেখাপাত করবে। সমস্ত বিবরণ শেষে মঠ-ডায়রিতে রয়েছে সবিনয় প্রার্থনা : "May Lord Ramakrishna give strength and encouragement to his devoted ones to carry on his noble mission and perform the utsab with increasing ardour and spirit every year."[৮১]

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ছিলেন উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদক ও ঠাকুরের জন্মোৎসবের একজন প্রধান উদ্যোক্তা। তিনি উদ্বোধনের দ্বিতীয় বর্ষের ৫ সংখ্যায় 'রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব' শিরোনামায় একটি প্রতিবেদন লেখেন : ''গঙ্গাবিধৌত দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর বায়ু কোণস্থ ক্ষুদ্রগৃহে বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন বলিয়াছিলেন 'ওহে ভগবানের বিশেষ লীলা—গাছ পাথর জল আকাশ লইয়া নয়, মনুষ্য হৃদয় বিশেষতঃ সাধুভক্তের হৃদয় লইয়া।' বাস্তবিক এই বাক্যের সার্থকতা তাঁহার স্বীয় জীবনে কি অদ্ভুত ভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। কোথায় সেই দরিদ্র নগণ্য পূজারী ব্রাহ্মণ—গদাধর এবং কোথায় এই ঊনবিংশ শতাব্দীর নবীন

জ্ঞানালোকে উন্নতশীর্ষ গর্ব্বিতপাদক্ষেপী ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি জাতিসকলের—জেমস্, মুলার, হিবার, নিউটন প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের—সম্মুখে দণ্ডায়মান বীর ধর্ম্মাচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণ। আকাশ পাতালের ব্যবধান। কিন্তু অঘটন-ঘটন পটীয়ান্ ভগবানের বিশেষ লীলার স্রোতে ইহাও দেখিলাম। গুটি পোকার প্রজাপতিত্বে পরিণত হওয়া দেখিয়াছি —কতই আশ্চর্য্য; কিন্তু এই সর্ব্বতোনিরুদ্ধশক্তিক জড়ভাবাপন্ন পূজারীমনের দ্বাদশবর্ষব্যাপী অভূতপূর্ব্ব সংযম তপস্যার, জগতের যাবতীয় শক্তিমানের শীর্ষ স্থানে উপনীত হওয়া দেখিয়া বিস্মিত স্তম্ভিত ও মোহিত হই।

''আমাদের চক্ষের সমক্ষে যে ধর্মবীরের মধ্য দিয়া ভগবানের বিশেষ লীলার অভিনয় হইতেছে ইহার শক্তি যে শেষে কতদূর অধিকার করিবে তাহার নির্ণয় সুকঠিন। বিংশাধিক বৎসর পূর্বে যখন দু-চারিটি মাত্র মানব-হৃদয় দক্ষিণেশ্বর দেবালয়-প্রাঙ্গণে এই ধর্মবীরের পূজায় সম্মিলিত হইতেন তখন তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই ঐ পূজায় একদিন সহস্র সহস্র নরনারী দেশে-বিদেশে শ্রদ্ধা সহকারে যোগদান করিবেন। কল্পনার সুখারোহণ-উন্নতশৃঙ্গে উঠিয়াও তাঁহারা দেখিতে পান নাই যে, কালের বৎসরব্যাপী বিশটি তরঙ্গের গতায়াতে মান্দ্রাজ, হিমালয় এবং সুদূর পাতাল-প্রদেশ আমেরিকায় জন্মোৎসবে এই বীরপূজার তরঙ্গ এককালে এত ক্রীড়া করিবে। কে ভাবিয়াছিল এই ধর্মবিশ্বাস-নাশকারী কিঞ্চিদর্থকরী পাশ্চাত্য বিদ্যার ক্রীড়াভূমি কলিকাতার পার্শ্বে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবে পঞ্চবিংশতিসহস্র লোকের সমাগম হইবে? বিগত ১১ই মার্চ রবিবার আমরা মনুষ্য মধ্য দিয়া ভগবানের এই বিশেষ লীলাভিনয় দেখিলাম।''

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব—১৯০১

স্বামীজী পাশ্চাত্য থেকে বেলুড় মঠে ফেরেন ৯ ডিসেম্বর ১৯০০। তারপর তিনি মায়াবতী যান ২৭ ডিসেম্বর এবং বেলুড়ে ফিরে আসেন ২৪ জানুয়ারি ১৯০১। তিনি গুরুভাইদের ট্রাস্টি করে নিজেকে নির্লিপ্ত করতে শুরু করলেন। তিনি জানতেন জগতের রঙ্গমঞ্চ থেকে তাঁর বিদায়ের দিন ঘনিয়ে আসছে। এই বছরে ঠাকুরের জন্মতিথির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা স্বামী চন্দ্রকান্তানন্দ মঠের ডায়রি থেকে লিখেছেন :

''১৯০১ সালে ১৯ ফেব্রুয়ারি জন্মতিথি ও ২৪ ফেব্রুয়ারি সাধারণ উৎসব পালিত হয়। জন্মতিথির দিন পূজারি ছিলেন স্বামী আত্মানন্দ, সঙ্গে তন্ত্রধারক স্বামী বোধানন্দ। রাতে কালীপূজার সময় স্বামীজী অনেকগুলি কালীকীর্তন করেন। এদিন প্রায় ২৫০ ভক্ত প্রসাদ পান; এঁদের মধ্যে কয়েকজন মঠে রাত্রিবাসও করেন।

''উৎসবের পূর্বদিন ২৩ ফেব্রুয়ারি উৎসবের প্রস্তুতির মধ্যেই টেলিগ্রামে খবর আসে যে, আদালতের রায়ে বেলুড় মঠকে নিষ্কর ঘোষণা করা হয়েছে। কয়েকজন ভক্ত মঠে এসে রাত্রিবাস করেন।

''... উৎসবের দিন বহু সঙ্কীর্তন সম্প্রদায় সমাগত প্রায় ২০ হাজার দর্শনার্থীকে কালীকীর্তন ও অন্যান্য ভজন শুনিয়ে তৃপ্তিদান করে। সরবৎ, লুচি, হালুয়া, খিচুড়ি, আলুর দম, এমনকি জল ও তামাক পর্যন্ত সর্বসাধারণে বিতরিত হয়। কয়েকজন সঙ্গিনী-সহ শ্রীমাও মঠে আসেন।''[৮২]

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব—১৯০২

১৯০২ সালে ঠাকুরের জন্মতিথি পড়েছিল বুধবার, ১২ মার্চ এবং সাধারণ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয় রবিবার, ১৬ মার্চ। এটিই ছিল ঠাকুরের জন্মোৎসবে স্থূলদেহে স্বামীজীর শেষ যোগদান। স্বামীজী যখন মঠে থাকতেন তখন নিত্য উৎসব লেগে থাকত এবং সকলের মন আশা ও

উদ্দীপনায় গমগম করত। উদ্বোধনে ৪ বর্ষ ৬ সংখ্যায় ঠাকুরের তিথিপূজার বিবরণ :

''ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঊনসপ্ততিতম জন্মমহোৎসব বেলুড়মঠে আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল। ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়া তাঁহার জন্মতিথি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় এই দিন নিত্যপূজাসমাপনের পর বেলা নয়টা হইতে এই জন্মতিথিনিমিত্ত সর্ব্বদেবদেবীর পূজা আরম্ভ হইল। প্রথমে গুরুমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ষোড়শোপচারে পূজা হইল। তৎপরে গণেশ, সূর্য্য, শিব ও বিষ্ণুর অর্চ্চনা হইল। পরে বিষ্ণুর মৎস্য কূর্ম্মাদি দু-একটী অবতারের পূজাসমাপনান্তে তাঁহার জন্মমুহূর্ত্ত পড়াতে জন্মতিথি পূজা অগ্রে করিয়া লওয়া হইল। দশাবতারের পূজাসমাপনান্তে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, দত্তাত্রেয়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, কপিল, জগন্নাথ, শঙ্করাচার্য্য, এমন কি, নানক, মহম্মদ ও ঈশারও পূজা হইল। শ্রীরামচন্দ্রের পূজার সময় সীতাদেবী ও ভক্তপ্রবর হনুমানেরও পূজা সমাধা হয়। এই পূজা সমাপ্ত হইতে প্রায় সন্ধ্যা হইল।

''কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে নিত্য আরাত্রিক ও ভোগের পরে রাত্রি দশটা হইতে প্রত্যূষ পর্য্যন্ত মহামায়ার দশমহাবিদ্যারূপ দশরূপের পূজা হইল। পূজান্তে হোম আরম্ভ হইল। যে যে দেবদেবীর পূজা হইল, তাঁহাদের প্রত্যেকের নামে আহুতি দিয়া পরিশেষে গুরুমূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সকল দেবদেবী ও অবতারের সমষ্টিজ্ঞানে, তাঁহার নামে আহুতি দেওয়া হইল। পরে পূর্ণাহুতিদানের পর এই মহাপূজা সমাপন হইল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিরাট সার্ব্বভৌমিক ভাবের যৎকিঞ্চিৎ উপলব্ধির চেষ্টা করাই তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষে এই সকল দেবদেবী পূজার উদ্দেশ্য।

''তৎপরের রবিবারে (২রা চৈত্র) সাধারণের জন্য বিরাট মহোৎসব হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি বৃহৎ চিত্রপট অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। দলে দলে প্রায় শতাধিক সঙ্কীর্তনসম্প্রদায় আসিয়া তাঁহার সমক্ষে গাইতে লাগিলেন। বাউল, হরিনাম এবং গৌরাঙ্গ উপাসকসম্প্রদায় অনেক আসিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ সম্প্রদায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম উপলক্ষে তাঁহাকে অবতারজ্ঞানে তাঁহার নামে বিশেষ বিশেষ সঙ্গীত রচনা করিয়া গান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ লোক প্রায় ২৪।২৫ হাজার হইয়াছিল। আহিরীটোলা ঘাট হইতে হোরমিলার কোম্পানীর তিনখানি জাহাজ বেলা আটটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অনবরত বেলুড় মঠে যাতায়াত করিয়াছিল। জাহাজের বন্দোবস্ত অতি সুন্দর হইয়াছিল। সমস্ত দিন সরবত ও নানাবিধ প্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।''

এই বছর জন্মোৎসবের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের প্রথম প্রকাশ। শ্রীম এটি উৎসর্গ করেন শ্রীশ্রীমাকে : ''মা, ঠাকুরের জন্মমহোৎসব উপস্থিত। এ আনন্দের দিনে আমাদের এই নৈবেদ্য গ্রহণ করুন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত আমাদের এই নূতন নৈবেদ্য।''[৮৩]

ক্রমশ

তথ্যসূত্র

৭৯। চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, *শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৮, পৃঃ ৩৪৩-৪৪

৮০। স্বামী প্রভানন্দ, *রামকৃষ্ণ মঠের আদিকথা*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪০৮, পৃঃ ২৪১-৪২

৮১। সম্পাদনা : স্বামী ঋতানন্দ, *শ্রীরামকৃষ্ণ : চিন্তনে ও মননে*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪১৮, পৃঃ ৯৬৩-৬৫

৮২। *তদেব*, পৃঃ ৯৬৫-৬৬

৮৩। শ্রীম-কথিত, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১, পৃঃ ৫